সংবাদ

তারিখ ... ২৪.১.৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

132

সরকার প্রাথমিক স্তরে আরবী ভাষা নয়, ধর্মীয় শিক্ষা দিতে চায়ঃ মজিদ খান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ আব্দুল মজিদ খান বলেছেন যে, সরকার প্রাথমিক স্তরে আরবী ভাষা নয়, ধর্মীয় শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তার অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে জনমত যাচাইয়ের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত ৬২ দফা প্রশ্নমালা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে আরবী ভাষা শিক্ষাদান সম্পর্কে এক পর্যায়ে মন্ত্রী বলেন, ভর্তিযোগ্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৫৬ ভাগ স্কুলে ভর্তি হয়, এদের শতকরা ৯৯জনই মসজিদে-মক্তবে আরবী পড়ে আসে। কাজেই তাদেরকে সরকারী খরচে স্কুলে আরবী শিক্ষা দেয়ার উদ্যোগে নেয়া হয়েছে মাত্র। তিনি বলেন, যারা এর বিরোধিতা করছে তারা নিজেরা গ্রামে গিয়ে দেখে আসুক প্রকৃত অবস্থা কি। তিনি বলেন, ছাত্রদের জোর দিচ্ছি না। এ ব্যাপারে জরিপ পরিচালনা করছি।

চলতি বছর থেকে প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়া হবে কিনা এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে

(শেষ পৃঃ৮-এর কঃ দ্রঃ)

মজিদ খান

(১ম পাতার পর)

তিনি বলেন, আমরা কখনও আরবী ভাষা শিক্ষাদান সম্পর্কে বলিনি। আরবী শিক্ষা নয়, ধর্মীয় শিক্ষা দিতে চাই। এ সম্পর্কিত তার আগের বক্তব্য থেকে সরে এসেছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সরে আসা নয়, বরং জোর দেয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অন্যান্য ধর্মের ছেলে মেয়েদেরও তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন, গত সেপ্টেম্বরে শিক্ষানীতির প্রাথমিক রূপরেখা দিয়েছিলাম। এই রূপরেখা প্রকাশিত হওয়ার পর গত ৫ মাসে অনেক আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে। বিশেষ করে পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক বক্তব্য এসেছে। আমরাও নানা প্রকার অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়েছি। এগুলোর ফলে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের দিকে নতুন করে দৃষ্টিপাতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যা কিছু করতে চাই, তা সকলের গোচরে এনেই করতে চাই। কারণ আমরা সবার সুচিন্তিত মতামত বিবেচনা করতে চাই।

মন্ত্রী বলেন, আমার মনে একটা আশংকা দেখা দিয়েছে যে, এই পতনমুখী অবস্থা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সত্যিকারভাবে রক্ষা করা যাবে কিনা। তিনি বলেন, এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রী বা প্রশাসনের দায়িত্ব নয়—সমগ্র জাতির দায়িত্ব। তাই সকলেরই এই সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা দরকার। সকলের মধ্যে যদি একটা অনুভূতি ও সচেতনতা দেখা দেয়, তাহলেই এই পতনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করে অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হবে।

জনাব মজিদ খান বলেন, আমরা যা করতে যাচ্ছি তা নতুন কিছু নয়। আমরা শুধু একটা বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প নিয়েছি। আমরা যা বাস্তবায়ন করতে চাই তার কাঠামোগত প্রস্তুতির জন্য ৫ বছর সময় লাগবে। শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, এর প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে সাক্ষর করে গড়ে তোলা। '৮৭ সাল নাগাদ যে সব ছেলেমেয়েদের বয়স ১০।১১ হবে তাদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ ছেলেমেয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করতে পারবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, যুব সমাজকে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, সাধারণ শিক্ষার সাথে বিভিন্ন স্তরে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করার অর্থ এই নয় যে, আমরা সারা বাংলাদেশের যুবসমাজকে কারিগর বা মিস্ত্রী বানাতে চাই। যারা বিভিন্ন স্তরে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয় তারা যেন কিছু কাজ করতে সক্ষম হয়, সে জন্যই কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন যে, এর আগে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রশ্নমালা আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রশ্নমালার আরও বিকাশসাধন করা হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের জনগণ এই প্রশ্নমালার ভিত্তিতে যে মতামত দেবেন তার ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমরা একটা ব্যাপক রূপরেখা দিয়েছি, নীতি এখনও প্রণয়ন করতে পারিনি।

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ আগের চেয়ে উন্নত হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী। তাহলে ছাত্রনেতাদের কেন গ্রেফতার করা হয়েছে জিজ্ঞেস করলে মন্ত্রী বলেন, দিস ইজ নট মাই জব। ছাত্র নেতাদের গ্রেফতারের ফলে তাদের আকাঙ্ক্ষিত আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাবে কিনা এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন গ্রেফতার এক জিনিস, আর আলোচনা অন্য এক জিনিস, আমি জানি না কেন তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে জনাব মজিদ খান বলেন, কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এই রিপোর্ট থেকে অনেক কিছুই বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।